দৈনিক সংবাদ

৩০/৮/২০০০
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

টাঙ্গাইল ও বৃহত্তর ময়মনসিংহের ৮টি উপজেলা

যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ টাঙ্গাইলসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকার ৫টি জেলার ৮টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী সংখ্যার তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম। সারাদেশের তুলনায় এই ৮ উপজেলায় কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির সুবিধা পাচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত সারাদেশে যেখানে ৫৭ঃ১, সেখানে এই ৮ উপজেলায় এই অনুপাত হলো ৮৬ ঃ ১। সারাদেশে যেখানে গড়ে শতকরা ১১ দশমিক ৬০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির সুবিধা পাচ্ছে, সেখানে এই ৮ উপজেলায় সুবিধা পাচ্ছে গড়ে শতকরা মাত্র ৯ দশমিক ৯' জন শিক্ষার্থী। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর এক জরিপ রিপোর্টে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

টিআইবি টাঙ্গাইলের মধুপুর, জামালপুরের সরিষাবাড়ি ও জামালপুর সদর, শেরপুরের নালিতাবাড়ি, কিশোরগঞ্জের কিশোরগঞ্জ সদর এবং ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা, গৌরীপুর ও ময়মনসিংহ সদর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর সম্প্রতি এক জরিপ কাজ চালায়। জরিপ শেষে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, এই ৮ উপজেলার সরকারি রেজিস্টার্ড বেসরকারি, কমিউনিটি ও স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হলো- ১ হাজার ২শ ৯৯টি। এতে মোট ৪ লাখ ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা করে। প্রতি বিদ্যালয়ে গড়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩শ ২৩ জন। সারা বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২শ ২৬ জন। অর্থাৎ ওই এলাকায় বিদ্যালয় প্রতি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি। এর মধ্যে ময়মনসিংহ সদর উপজেলায়ই বিদ্যালয় প্রতি শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি। এই উপজেলায় গড়ে ৫শ ৩৭ জন ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করে। অথচ এই ৮ উপজেলায় ছাত্র শিক্ষক অনুপাত বেশি। সারাদেশে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত যেখানে গড়ে ৫৭ ঃ ১, এই ৮ উপজেলায় এ অনুপাত হলো ৮৬ ঃ ১। ৮ উপজেলার মধ্যে আবার ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত সবচেয়ে বেশি। এই উপজেলায় ১শ ৬৬টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৮৯ হাজার ১শ ৯২ জন, শিক্ষক সংখ্যা ৭০৬ জন। ছাত্র-শিক্ষক গড় অনুপাত ১২৬ ঃ ১। কিশোরগঞ্জ সদরে ১শ ৫১টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪৪ হাজার ৮শ ৭৮ জন, শিক্ষক ৬শ ৬৯ জন। ছাত্র-শিক্ষক গড় অনুপাত ৬৭ ঃ ১ জামালপুর সদরে ২শ ২১টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ৭৩ হাজার ৭শ ৬০ জন, শিক্ষক ৭শ ১৫ জন, ছাত্র-শিক্ষক গড় অনুপাত ৯৩ ঃ ১। মধুপুরে ১৮০টি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৫৬ হাজার ৯শ ১৭ জন, শিক্ষক ৫শ ৮৫ জন, ছাত্র-শিক্ষক গড় অনুপাত ৯৭ ঃ ১। শেরপুরের নালিতাবাড়িতে ১শ ৯টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৬ হাজার ৩শ ৬৫ জন, শিক্ষক ৩শ ৭৯ জন, ছাত্র-শিক্ষক গড় অনুপাত-৭০ ঃ ১। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ১শ ৭২টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ৫১ হাজার ৯শ ৭১ জন, শিক্ষক ৬শ ৫৭ জন। ছাত্র-শিক্ষক গড় অনুপাত ৭৯ ঃ ১। জামালপুরের সরিষাবাড়িতে ১শ ২২টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩২ হাজার ৩শ ৩২ জন, শিক্ষক ৪শ ৪২ জন, ছাত্র-শিক্ষক গড় অনুপাত ৬৮ ঃ ১ এবং ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ১শ ৭৮টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪৪ হাজার ১শ ৪২ জন, শিক্ষক ৬শ ৪১ জন, ছাত্র-শিক্ষক গড় অনুপাত ৬৯ঃ১।

টিআইবির রিপোর্টে বলা হয়, ৮ উপজেলার ১ হাজার ২শ ৯৯টি বিদ্যালয়ে ৪ লাখ ১৯ হাজার ৫শ ৫৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছেন ৪ হাজার ৮শ ৭৪ জন। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৮৬ ঃ ১। অন্যদিকে সারা দেশে ৭৬ হাজার ১শ ৯৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ কোটি ৭২ লাখ ৫৩ হাজার ৭শ ৮৩ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছে ৩ লাখ ২ হাজার ৫শ ৬২ জন। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৫৭ ঃ ১।